অধ্যায় ৪

আইএসও ২৬০০০ এর সাতটি মূল বিষয়ের সংজ্ঞায়ন এবং এর বাস্তবায়নের ব্যবহারিক উদাহরণ

একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তার সামাজিক দায়িত্বশীলতাকে চিহ্নিত করার একটি কার্যকরী উপায় হচ্ছে আইএসও ২৬০০০ এর সাতটি মূল বিষয়ের সাথে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচিত করানো: প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মানবাধিকার, শ্রম অনুশীলন, পরিবেশ, ন্যায্য পরিচালনা ব্যবস্থা, ভোক্তাদের সমস্যা এবং জনগনের বা সমাজের একটি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন।

প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সিদ্ধান্ত প্রণয়ণ ও কার্যকর করার জন্যই তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করে থাকে। যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি, মান এবং কর্ম পরিবেশের ভিন্নতা এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করবে। ফলে, একটি সফল প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিত সাতটি মূলনীতি মানতে হবে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে, বিশ্বাস, দায়িত্ব এবং শ্রদ্ধা, এমনকি ভোক্তাদের অধিকারের প্রতি স্বচ্ছতা এবং কতটা ভালোভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ-সততা ও নৈতিকতাকে নির্বাচন করে, তার উপরই প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে।

আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু তখন কর্মচারীরা চাপ ও ভয়ের মধ্যে থেকে কাজ করে: উচ্চ-পদস্থ ব্যবস্থাপক মধ্যম-পদস্থ ব্যবস্থাপকের ওপর চড়াও হয়, আবার নিম্ন-পদস্থ ব্যবস্থাপক আবার সেই একই আচরণ কর্মীদের সাথে পুনরাবৃত্তি করে। সৃষ্টিশীল চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের জন্য উপযোগী পরিবেশ এটা দিতে পারে না। আবার, কর্মীরাও নিজ তাগিদে দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহী হবে না। সামাজিক দায়িত্বশীলতার বিকাশের জন্য এটি কোনো সুপরিবেশ নয়।

যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমনভাবে প্রণীত হওয়া উচিত যা নিশ্চিত করে যে একটি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং সেখানে সামাজিক দায়িত্বশীলতাও অন্তর্ভুক্ত